শিশুর বয়স ৩-৪ বছর

শারীরিক বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

১. শিশু দুহাতে বড় বল ধরে কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়তে পারে।

২. শিশু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একসাথে দুপায়ে লাফাতে পারে।

৩. শিশু বড় ফুটো দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে মালা গাঁথতে পারে।

৪. শিশু দুহাত দিয়ে কাগজ ছিঁড়তে পারে।

৫. শিশু প্যাস্টেল/চক বা ক্রেয়ন দিয়ে হিজিবিজি বা আঁকিবুকি কাটতে পারে।

বোধাত্মক বিকাশ

১. শিশু পারিপার্শ্বিক ধ্বনি চিনতে ও অনুকরণ করতে পারে।

(বিভিন্ন পশু যথা কুকুর, বেড়ালের ডাক, কাকের ডাক ডেকে শিশুকে চিনতে বলতে হবে)

২. শ্রেনীবিন্যাসে শিশু দক্ষ : যেমন

- কম-বেশি (এক হাতে দুটো পুঁতি ও আরেক হাতে চারটে পুঁতি নিয়ে শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কোনটায় বেশি আছে আর কোনটায় কম)।
- লম্বা-বেঁটে (একি রকম দেখতে কিন্তু ভিন্ন উচ্চতাযুক্ত লাঠি শিশুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে কোনটা লম্বা কোনটা বেঁটে।)
- বাইরে - ভেতরে (একটি নুড়ি পাথর শিশুকে দিয়ে বলতে হবে সামনে মেঝেতে চক দিয়ে আঁকা গোলের ভেতরে একবার রাখতে ও বাইরে একবার রাখতে।)

(কর্মীর বক্তব্য - যদি শিশু তিনটে পারে তবেই ‘ভালো প্রদর্শন’- এ ✓ দিন।)

৩. শিশু বিভিন্ন পরিচিত জিনিস চিনতে, পৃথক করতে ও মেলাতে পারে

- **বিভিন্ন সব্জি** (৩-৪ রকম পরিচিত সব্জির ছবি দেখিয়ে শিশুকে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে।)

বোধাত্মক বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

- **বিভিন্ন ফল** (৩-৪ রকম পরিচিত ফলের ছবি দেখিয়ে শিশুকে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে।)
- **বিভিন্ন প্রাণী** (৪টি প্রাণীর একইরকম ছবি দুটি করে দিয়ে শিশুকে বলতে হবে একটির সাথে একইরকম আরেকটি ছবি মেলাতে।)
- বিভিন্ন আকার (৩ রকম আকারের একটি প্যাটার্ণ তৈরী করে শিশুকে তা সম্পূর্ণ করতে বলতে হবে।)
- **শরীরের বিভিন্ন অংশ** (শিশুকে শরীরের যেকোনো তিনটি অঙ্গের নাম আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে হবে।)

কর্মীর জন্য-(যদি শিশু ৪টি পারে তবেই ‘‘ভালো প্রদর্শন”-এ ✓ দিন।)

৪. বিভিন্ন স্বাদ শিশু বুঝতে ও পৃথক করতে পারে (টক, মিষ্টি ও নুন তিনরকমের স্বাদের জিনিস শিশুর মুখে দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কি স্বাদ সে মুখে পেল)।

৫. শিশু বিভিন্ন ধ্বনি পৃথক করতে পারে। (শিশুকে বলতে হবে চোখ বন্ধ করে সে কি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে তা বলতে।)

৬. দুই তিন টুকরোর পাজ্‌ল শিশু নিজে সম্পূর্ণ করতে পারে।

ভাষার বিকাশ

১. শিশু সহজ নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে। (শিশুকে দু থেকে তিন ধাপের সহজ নির্দেশ দিতে হবে।)

২. প্রচলিত গান/গল্প শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে পারে।

৩. শিশু নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা বলতে পারে।

৪. শিশু নিজের নামে ট্যাগ চিনতে পারে। (কয়েকটি নাম ট্যাগ দিয়ে শিশুকে বলতে হবে তার নিজের নামের ট্যাগটি খুঁজে বের করতে।)

৫. শিশু দলে ছড়াগান করতে পারে।

৬. গল্পের বইয়ের গল্প শিশু বুঝতে পারে।

(পরিচিত গল্প থেকে শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে অথবা বই-এর কোনায় রাখা গল্পের বই থেকে তার জানা গল্পের নাম বলে বইটি খুঁজে আনতে বলতে হবে।)

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

১. শিশু নিজে একা শৌচালয়ে যেতে পারে।

২. শিশু অন্য শিশুদের সাথে সাবলীলভাবে খেলতে পারে। (শিশুর স্বাধীনখেলার সময় এটি বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।)

৩. কর্মীর সাথে শিশু কথা বলতে পারে।

৪. শিশু খাওয়ার আগে ও পরে নিজে পরিষ্কারভাবে হাত ধুতে পারে।

৫. শিশু কেন্দ্রে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে, বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। (এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু আসতে উপভোগ করে কিনা।)

সৃজনশীলতার বিকাশ

১. শিশু নিজে ছবি আঁকতে ও রং করতে পারে।

২. শিশু কাদা, মাটি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানাতে পারে। (শিশুকে কিছুটা মাটি দিয়ে বলা যায় ইচ্ছামত কিছু বানাতে।)

৩. শিশু দলে মিলে অঙ্গভঙ্গী করে গান গাইতে পারে।

৪. ব্লক নিয়ে শিশু কিছু বানাবার চেষ্টা করে।

শিশুর নাম :

জন্ম তারিখ:

নথিভুক্তকরণের তারিখ :

৩-৪ বছর বয়সী শিশুর প্রগতি/বিকাশের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. বড় বল

২. এক রং-এর বড় ফুটোর পুঁতি, মালা গাঁথার মোটা সুতো/সরু দড়ি

৩. ৩-৪টে সাদা কাগজ

৪. ক্রেয়ন/চক/প্যাস্টেল রং

৫. একই রকম দেখতে কিন্তু ভিন্ন উচ্চতাযুক্ত দুটো লাঠি

৬. ৪টে সব্‌জির ছবির কাট আউট (শিশুর পূর্ব পরিচিত)

৭. ৪টে ফলের ছবির কাট আউট (শিশুর পূর্ব পরিচিত)

৮. ৪টে প্রাণীর ছবির কাট আউট (শিশুর পূর্ব পরিচিত)

৯. একই রং-এর তিনটি আকারের কাট আউট (প্রতিটা তিনটি করে)

১০. লেবু, চিনি, ৩-৪টে নিমপাতা

১১. ২-৩ টুকরোর সহজ পাজ্‌ল

১২. শিশুর জানা গল্পের বই

১৩. ছোট বাটির এক বাটি এঁটেল মাটি/প্লাস্টিসিন

১৪. বিভিন্ন রকম ব্লক

শিশুর বয়স ৪-৫ বছর

শারীরিক বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

১. শিশু দৌড়তে পারে

- আস্তে - জোরে
- সামনে - পিছনে (হাঁটতে পারে)

কর্মীর জন্য:

২. একটি নির্দিষ্ট ক্রমে পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথতে পারে। (শিশুকে দুরকম রং-এর পুঁতি, যথা-লাল ও নীল পুঁতি দিয়ে বলতে হবে একটা লাল একটা নীল এই ক্রমে মালা গাঁথতে)

৩. নির্দিষ্ট লাইন ধরে শিশু কাগজ ছিঁড়তে পারে। (সাদা কাগজে সোজা দাগ টেনে শিশুকে বলতে হবে সেই লাইন বরাবর কাগজ ছিঁড়তে।)

৪. নির্দিষ্ট দিকে বড় বল ছুঁড়তে ও ধরতে পারে। (একটা বড় বল শিশুকে দিয়ে বলতে হবে নির্দিষ্ট দিকে বলটা ছুঁড়তে ও আপনার ছুঁড়ে দেওয়া বল দু হাত দিয়ে ধরতে)

৫. বিভিন্ন ধরনের লাফানো ও ভারসাম্য রেখে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। (ভিতর ও বাইরের খেলার সময় শিশুকে এক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে।

বোধাত্মক বিকাশ

১. বিভিন্ন ধরনের পৃথকীকরণ করতে পারে। যথা

- স্বাদ - টক, মিষ্টি ও তেতো তিনরকম স্বাদের জিনিস শিশুর মুখে একবার করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে সে কি স্বাদ মুখে পেল।
- ধ্বনি - শিশুকে চোখ বন্ধ করতে বলে বিভিন্ন শব্দ যথা- হাততালি, খঞ্জনির আওয়াজ, পাত্রে জল ফেলার আওয়াজ, একটা একটা করে শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কোনটা কিসের আওয়াজ।
- রং - তিন রং-এর বিভিন্ন জিনিস শিশুকে দিয়ে রং অনুযায়ী ভাগ করতে দিতে হবে।

২. একের বেশি ভিন্নতা যুক্ত বস্তুকে তার রং এবং আকার দিয়ে শিশু পৃথক করতে পারে।

(নীল রং - এর একটি গোল, একটি চৌকো, একটি ত্রিভুজ ও লাল রং - এর একটি গোল, একটি চৌকো , একটি ত্রিভুজ দিয়ে শিশুকে একবার আকার অনুযায়ী ভাগ করতে ও অর একবার রং অনুযায়ী ভাগ করতে বলতে হবে।)

৩. সহজ প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর ভাবার চেষ্টা শিশু করে। (গল্প বলার সময় শিশুকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে দেখতে হবে।)

৪. শিশু চার-ছয় টুকরোর পাজল্ নিজে নিজে সম্পূর্ণ করতে পারে।

বোধাত্মক বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

৫. একের সাথে একের সমন্বয় সাধন করতে পারে। (শিশুকে ৫টি পাতা, ৫টি নুড়ি ও ৫টি চামচ দিয়ে বলতে হবে প্রতিটা জিনিস ১টি করে নিয়ে মোট ৫টি ভাগ করতে)

৬. শিশু বিভিন্ন বস্তু গুণতে পারে এবং সংখ্যার সাথে বস্তু মিলিয়ে ৫ অবধি সাজাতে পারে। (বস্তু ও সংখ্যার কার্ড দিয়ে করতে হবে)

৭. শিশু সংখ্যা চিনে ও তার নাম জেনে ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে।

৮. গল্পের বইয়ের গল্প শিশু বুঝতে পারে। (পরিচিত গল্প থেকে শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে অথবা বই-এর কোনায় রাখা গল্পের বই থেকে তার জানা গল্পের নাম বলে বইটি আনতে বলতে হবে।)

ভাষার বিকাশ

১. মনযোগ দিয়ে শিশু গল্প/ছড়া শোনে এবং ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে।

(গল্প বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে শিশু মনযোগ দিয়ে গল্প শুনছে কিনা এবং জানা গল্পের কার্ড দিয়ে শিশুকে বলতে হবে ঘটনা অনুযায়ী তা পর পর সাজাতে)

২. শিশু কোন বিষয়ের উপর কথা বলতে পারে, যেমন : পরিবার, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি।

৩. পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যুক্ত শব্দ চিনতে পারে। (শিশুকে প্রশ্ন করা যায় যে সে সকালে কেন্দ্রে আসার সময় কি কি দেখতে পেয়েছে।)

৪. নির্দিষ্ট শব্দের প্রথম ও শেষ আওয়াজ চিনতে পারে। (শিশুর পরিচিত কোন শব্দ বলে তার প্রথম ও শেষ আওয়াজ তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে)

৫. লিখিত বর্ণ চিনে শিশু তা দিয়ে শব্দ বলতে পারে। (শিশুর পরিচিত বর্ণ দেখিয়ে তা দিয়ে কিছু শব্দ তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।)

৬. কোন জানা বিষয়/ছবি দেখে শিশু গল্প বানাতে/বলতে পারে। (শিশুকে পরিচিত গল্পের বইয়ের ছবি দেখিয়ে তার গল্প জিজ্ঞাসা করতে হবে।)

৭. শিশু শব্দের কার্ড নিয়ে সহজ বাক্য বানাতে পারে। (শিশুকে শব্দের কার্ড দিয়ে, কার্ডে লেখা শব্দ দিয়ে বাক্য বানাতে বলতে হবে। শব্দ যেন অবশ্যই শিশুর পরিচিত হয়।)

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

১. শিশু নিজের হাত, নখ, জামাকাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখতে পারে।

২. শিশু অন্যান্য শিশুদের সাথে সহজে মিশতে ও সাহায্য করতে পারে।

৩. নিজের পালা আসা পর্য্যন্ত শিশু অপেক্ষা করতে পারে। (খাওয়ার সময় যখন শিশুদের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে তখন খেয়াল রাখতে হবে।)

৪. শিশু নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

সৃজনশীলতার বিকাশ

১. শিশু রং দিয়ে বিভিন্ন ছবি/আকার আঁকতে পারে।

২. কাদামাটি দিয়ে শিশু সৃজনশীল কিছু তৈরী করতে পারে।

(শিশুকে কিছুটা মাটি দিয়ে বলা যায় কিছু বানাতে)

৩. রং দিয়ে শিশু মানুষের আকার/অবয়ব তৈরী করতে পারে।

৪. শিশু দলে মিলে পাপেট শো/ নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিশুর নাম :

জন্ম তারিখ:

নথিভুক্তকরণের তারিখ :

৪-৫ বছর বয়সী শিশুর প্রগতি/বিকাশের মুল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. দুরকম রং-এর পুঁতি ৫টা করে, মালা গাঁথার জন্য মোটা সুতো/সরু দড়ি

২. ৩-৪টে সাদা কাগজ (যার মাঝখান দিয়ে সোজা লাইন টানা)

৩. বড় বল

৪. এক টুকরো লেবু, এক চামচ চিনি ও ২-৩ টে নিমপাতা

৫. খঞ্জনি

৬. ছোট দুটো পাত্র (একটায় জল সমেত)

৭. তিনরকম রং-এর জিনিস, মোট ৯টা (একই রং-এর জিনিস তিনটে করে)

৮. লাল ও নীল রঙের একটি গোল, একটি চৌকো এবং একটি ত্রিভুজের কাটআউট

৯. চার - ছয় টুকরো পাজ্‌ল

১০. পাঁচটা ছোট পাতা, পাঁচটা মাঝারি সাইজের নুড়ি, পাঁচটা চামচ

১১. পাঁচ অবধি সংখ্যার কার্ড, ও ১৫টা মাঝারি সাইজের নুড়ি

১২. শিশুর পরিচিত গল্পের বই

১৩. ২-৩ টে বর্ণের কার্ড (যথা - ক, ম, ব)

১৪. সহজ শব্দের কার্ড ২ - ৩ টে

১৫. প্যাস্টেল/ক্রেয়ন রং

১৬. ছোট বাটির এক বাটি এঁটেল মাটি/প্লাস্টিসিন

শিশুর বয়স ৫-৬ বছর

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক

শারীরিক বিকাশ

১. পুঁতি/পাতা দিয়ে পর্যায়ক্রমে মালা গাঁথতে পারে।

২. শিশু ধার বরাবর নিখুঁতভাবে রং করতে পারে। (একটি আউটলাইন দেওয়া ছবি দিয়ে শিশুকে তা রং করতে বলতে হবে এমনভাবে যাতে আউটলাইনের বাইরে রং না যায়।)

৩. শিশু এক হাতে নির্দিষ্ট দিকে ছোটো বল ছুঁড়তে পারে।

৪. শিশু সামনে, পেছনে ও পাশে সাবলিলভাবে হাঁটতে পারে।

৫. শিশু কর্মপত্রে কাজ করতে সক্ষম।

বোধাত্মক বিকাশ

১. শিশু বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তু বা ছবিকে আলাদা করতে পারে।

(৮টি পশুর ছবি দিয়ে শিশুকে বলতে হবে মাংস খায় ও মাংস খায় না এই ভিত্তিতে ৮টি ছবি আলাদা করতে।)

২. ছ'টা টুকরোর পাজ্‌ল শিশু নিজে নিজে সম্পূর্ণ করতে পারে।

৩. নকশার ধরণ বুঝে শিশু তা সম্পূর্ণ করতে পারে। (তিনটি পাতা দুটো ফুল আবার তিনটে পাতার নকশা তৈরী করে শিশুকে বলতে হবে নকশা সম্পূর্ণ করতে)

৪.শিশু দৈনন্দিন সমস্যা মৌখিকভাবে সমাধান করতে পারে।

(শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার প্রিয় খেলা বা সে চায় সেটা অন্য কোন শিশু নিয়ে খেলছে তখন সে কি করবে।)

৫. শিশু ক্রমানুযায়ী সংখ্যা সাজাতে পারে। (১-১০ সংখ্যার কার্ড দিয়ে শিশুকে বলতে হবে পরপর সাজাতে।)

৬. শিশু ছোট বড় এবং লুপ্ত সংখ্যা বুঝতে পারে।

৭. শিশু ১০ অবধি সংখ্যা গুণতে এবং সম পরিমাণ বস্তুর সাথে মেলাতে পারে।

ভাষার বিকাশ

১. শিশু মনযোগ দিয়ে গল্প/ছড়া শুনতে এবং ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে।

(গল্প বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে শিশু মনযোগ দিয়ে শুনছে কিনা এবং শিশুকে গল্পের কার্ড দিয়ে ঘটনা অনুযায়ী সাজাতে বলতে হবে।)

২. শিশু গুছিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারে।

৩. মানুষ, পশুপাখি নিয়ে আলোচনার সময় 'কেন', 'কিভাবে', প্রভৃতি প্রশ্ন করে।

ভাষার বিকাশ

৪. কোন জানা বিষয়/ছবি দেখে গল্প বানাতে/বলতে পারে।

৫. শিশু শব্দের কার্ড নিয়ে সহজ বাক্য বানাতে পারে।

৬. শিশু ধ্বনি শুনে বর্ণ চিনতে পারে। (শিশুকে মুখে ধ্বনি বলে তার সামনে ছড়ানো বর্ণের কার্ড থেকে ধ্বনির কার্ডটি খুঁজে বের করতে বলতে হবে।

৭. কোনো ধ্বনির প্রথম ধ্বনি শুনে ছবি চিনতে পারে।

(শিশুকে মুখে ধ্বনি বলে তার সামনে ছড়ানো ছবির কার্ড থেকে সেই ধ্বনি দিয়ে শুরু ছবির কার্ডটি খুঁজে বের করতে বলতে হবে।)

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

১. অন্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মতামত, আবেগ, চাহিদাকে প্রকাশ করতে পারে।

২. অন্যান্য শিশু এবং তার থেকে বয়সে বড় লোকজনের সাথে সহজে মিশতে পারে।

৩. শিশু অপরকে সাহায্য করতে/সহযোগিতা করতে পারে।

৪. শিশু নিজে থেকে অ্যাক্টিভিটি করার চেষ্টা করে।

৫. শিশু নিয়মাবলী বুঝে নিয়ে কাজ করতে, খেলতে পারে। (ভেতর ও বাইরের খেলার সময় শিশুকে নজর রাখতে হবে।)

সৃজনশীলতার বিকাশ

১. শিশু গল্প শুনে তা নিয়ে ছবি আঁকতে পারে।

২. শিশু বিভিন্ন ধরণের আকার আঁকতে পারে, যেমন- মানুষের অবয়ব, বিভিন্ন ধরণের দৈহিক গঠন।

৩. শিশু সুরের তালে তালে নাচতে পারে।

৪. শিশু বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে নকশা তৈরী করতে পারে। (বিন্দু যোগে ছবি বানাতে দিতে হবে)

৫. শিশু পাপেট শো দেখতে ভালোবাসে এবং তার গল্প অন্যদের বলতে ভালোবাসে।

শিশুর নাম :

জন্ম তারিখ:

নথিভুক্তকরণের তারিখ :

<u>৫-৬ বছর বয়সী শিশুর প্রগতি/বিকাশের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ</u>

১. দুরকম রঙের পুঁতি ৬ টা করে, মালা গাঁথার জন্য মোটা সুতো/সরু দড়ি

২. সহজ আঁকা-বাঁকা লাইনের ছবি

৩. ছোট বল

৪. ৪টি পশুর ছবি মাংস খায় ও ৪টি পশুর ছবি যারা মাংস খায়না

৫. ৬টা টুকরোর পাজ্‌ল

৬. ১০টা ফুলের কাট আউট এবং ১০টা পাতার কাট আউট

৭. ১-১০ সংখ্যার কার্ড

৮. ৫৫টা মাঝারি সাইজের নুড়ি

৯. শিশুর জানা গল্পের কার্ড (৪টি টুকরো)

১০. শব্দের কার্ড ২টো

১১. বর্ণের কার্ড ৪টি (যথা- ক, ম, ত, প)

১২. প্রথম ধ্বনির ছবি (কল, বক, মই, তবলা, ইত্যাদির ছবি)

১২. ক্রেয়ন/প্যাস্টেল রং এবং ৩-৪টে সাদা কাগজ

১৩. নকশা তৈরী করার জন্য কিছু রঙিন কাগজের টুকরো

কিছু বিশেষ কথা

সব বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেই এখানে কিছু প্রশ্ন আছে যা অনেকদিন পর্যবেক্ষণের পরেই সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে মূল্যায়ন সম্ভব। তাই অনেকদিন দেখার পর যে মূল্যায়ন করবেন সে বিষয়ে নীচে বয়স অনুযায়ী সূচকগুলি দিয়ে দেওয়া হল।

শিশুর বয়স ৩-৪ বছর

ভাষার বিকাশ

৩. শিশু নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা বলতে পারে।

৫. শিশু দলে ছড়াগান করতে পারে।

৬. গল্পের বইয়ের গল্প শিশু বুঝতে পারে।

(পরিচিত গল্প থেকে শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে অথবা বই-এর কোনায় রাখা গল্পের বই থেকে তার জানা গল্পের নাম বলে বইটি খুঁজে আনতে বলতে হবে।)

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

১. শিশু নিজে একা শৌচালয়ে যেতে পারে।

২. শিশু অন্য শিশুদের সাথে সাবলীলভাবে খেলতে পারে। (শিশুর স্বাধীনখেলার সময় এটি বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।)

৩. কর্মীর সাথে শিশু কথা বলতে পারে।

৪. শিশু খাওয়ার আগে ও পরে নিজে পরিষ্কারভাবে হাত ধুতে পারে।

৫. শিশু কেন্দ্রে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে, বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। (এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু আসতে উপভোগ করে কিনা।)

সৃজনশীলতার বিকাশ

৩. শিশু দলে মিলে অঙ্গভঙ্গী করে গান গাইতে পারে।

শিশুর বয়স ৪-৫ বছর

কিছু বিশেষ কথা

সব যবয়সের শিশুদর ক্ষেত্রেই এখানে কিছু প্রশ্ন আছে যা অনেকদিন পর্যবেক্ষণের পরেই সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে মূল্যায়ন সম্ভব। তাই অনেকদিন দেখার পর যে মূল্যায়ন করবেন সে বিষয়ে নীচে বয়স অনুযায়ী সূচকগুলি দিয়ে দেওয়া হল।

শারীরিক বিকাশ

৫. বিভিন্ন ধরনের লাফানো ও ভারসাম্য রেখে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। (ভিতর ও বাইরের খেলার সময় শিশুকে এক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে।

বোধাত্মক বিকাশ

৩. সহজ প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর ভাবার চেষ্টা শিশু করে। (গল্প বলার সময় শিশুকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে দেখতে হবে।)

৮. গল্পের বইয়ের গল্প শিশু বুঝতে পারে। (পরিচিত গল্প থেকে শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে অথবা বই-এর কোনায় রাখা গল্পের বই থেকে তার জানা গল্পের নাম বলে বইটি আনতে বলতে হবে।)

ভাষার বিকাশ

৬. কোন জানা বিষয়/ছবি দেখে শিশু গল্প বানাতে/বলতে পারে। (শিশুকে পরিচিত গল্পের বইয়ের ছবি দেখিয়ে তার গল্প জিজ্ঞাসা করতে হবে।)

৭. শিশু শব্দের কার্ড নিয়ে সহজ বাক্য বানাতে পারে। (শিশুকে শব্দের কার্ড দিয়ে, কার্ডে লেখা শব্দ দিয়ে বাক্য বানাতে বলতে হবে। শব্দ যেন অবশ্যই শিশুর পরিচিত হয়।)

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

১. শিশু নিজের হাত, নখ, জামাকাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখতে পারে।

২. শিশু অন্যান্য শিশুদের সাথে সহজে মিশতে ও সাহায্য করতে পারে।

৩. নিজের পালা আসা পর্য্যন্ত শিশু অপেক্ষা করতে পারে। (খাওয়ার সময় যখন শিশুদের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে তখন খেয়াল রাখতে হবে।)

৪. শিশু নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

সৃজনশীলতার বিকাশ

২. কাদামাটি দিয়ে শিশু সৃজনশীল কিছু তৈরী করতে পারে।

(শিশুকে কিছুটা মাটি দিয়ে বলা যায় কিছু বানাতে)

৩. রং দিয়ে শিশু মানুষের আকার/অবয়ব তৈরী করতে পারে।

৪. শিশু দলে মিলে পাপেট শো/ নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শিশুর বয়স ৫-৬ বছর

কিছু বিশেষ কথা

সব যবয়সের শিশুদর ক্ষেত্রেই এখানে কিছু প্রশ্ন আছে যা অনেকদিন পর্যবেক্ষণের পরেই সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে মূল্যয়ন সম্ভব। তাই অনেকদিন দেখার পর যে মূল্যায়ন করবেন সে বিষয়ে নীচে বয়স অনুযায়ী সূচকগুলি দিয়ে দেওয়া হল।

বোধাত্মক বিকাশ

৪.শিশু দৈনন্দিন সমস্যা মৌখিকভাবে সমাধান করতে পারে।

সামাজিক ও আবেগজনিত চেতনার বিকাশ

১. অন্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মতামত, আবেগ, চাহিদাকে প্রকাশ করতে পারে।
২. অন্যান্য শিশু এবং তার থেকে বয়সে বড় লোকজনের সাথে সহজে মিশতে পারে।
৩. শিশু অপরকে সাহায্য করতে/সহযোগিতা করতে পারে।
৪. শিশু নিজে থেকে অ্যাক্টিভিটি করার চেষ্টা করে।
৫. শিশু নিয়মাবলী বুঝে নিয়ে কাজ করতে, খেলতে পারে। (ভেতর ও বাইরের খেলার সময় শিশুকে নজর রাখতে হবে।)

সৃজনশীলতার বিকাশ

৩. শিশু সুরের তালে তালে নাচতে পারে।
৫. শিশু পাপেট শো দেখতে ভালোবাসে এবং তার গল্প অন্যদের বলতে ভালোবাসে।